অমৃত বাজার পত্রিকা

৩ ভাগ | ২০ ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার সন১২৭৭সাল ২ রা জুন ১৮৭০খৃঃ অব্দ | ১৬ সংখ্যা

অমৃত বাজারপত্রিকা।

২০জ্যৈষ্ঠবৃহস্পতিবার

আমেরিকায় লেডিরা কেবল মাজিষ্ট্রেটের পদ পাইয়াছেন, এমন নহে, সম্প্রতি শুনা যাইতেছে একটি লেডি ব্যারিষ্টার হইয়াছেন। ইহার বয়ঃক্রম একুশ বৎসর মাত্র, রূপ লাবণ্য অতি চমৎকার।

প্রত্যেক ডিষ্ট্রিক্টেতে নাজিরি পদ উঠাইয়া দিয়া তাহার স্থানে একজন সেরিফ ও তাহার আসিষ্টাণ্ট নিযুক্ত করার কথা হইতেছে। প্রায় প্রত্যেক কোর্টে নাজিরি পদ [illegible] তাহাতে গবর্ণমেণ্টের অনেক ব্যয় হয়। সেরিফের মাসিক বেতন দুই শত টাকার [illegible] নহে। ইহার একটি স্বতন্ত্র আফিস থাকিবে, এবং উহা হইতে সমন প্রভৃতি জারি হইবে। এ চাকুরিটী ছোট ইংরাজ প্রতিপালনের নিমিত্ত সৃষ্টি হইতেছে কি?

শিক্ষা বিভাগের নিমিত্ত আটকিন্সন সাহেব যে বজেট করেন, গবর্ণমেণ্ট তাহা হইতে ১৮৫০০০ টাকা কর্ত্তন করিয়াছেন, এবং এবৎসর নূতন স্কুল কি পাঠশালা ও সাহায্য দান করা হইবে না। শিক্ষা বিভাগ হইতে এত গুলি টাকা কর্ত্তিত হইল, অথচ খৃষ্টান ধর্ম্মের উন্নতির নিমিত্ত ৬৯০২০ টাকা বেশী ধরা হইয়াছে। উনিবারসিটি কনভোকেসনে লড মেয়ো যে বক্তৃতা দেন তাহা কি তাহার স্মরণ আছে?

গত ২২শে মে তারিখে কলিকতার ট্রেনিং অ্যাকাডেমি গৃহে জাতীয় সভার তৃতীয় অধিবেসন হয়। বিখ্যাত সঙ্গীত বেত্তা শ্রীযুক্ত বাবু শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সেখানে সঙ্গীত বিষয়ক একটী প্রস্তাব পাঠ করেন। বক্তৃতাটী আশানুরূপ হইয়াছিল। বক্তৃতার পূর্ব্বে শৌরীন্দ্র বাবুর এক জন ছাত্র ন্যাস তরঙ্গ বাদন করিয়া সকলকে চমকিত করেন। ন্যাস তরঙ্গ বাদন কৌশল, অতি অদ্ভুত। পরে সভাস্থ সকলে সঙ্গীত সম্বন্ধে একটী বিদ্যালয় করিবার প্রস্তাব করিয়া শৌরীন্দ্র বাবুকে তাহার কর্তৃত্ব লইতে অনুরোধ করেন।

হুগলি ও বর্দ্ধমান ডিষ্ট্রিক্টের প্রজাগণ চৌকিদারী বিলের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে মাসে /০ করিয়া দিতে অনেকের কষ্ট হইবে। নিরিখ নিদ্ধারিতের ভার সম্পূর্ণ রূপে পঞ্চায়িতের উপর দিলে ভাল হইত। ও পরিশেষে তাহাই হইবে। আর চৌকীদার পোষণের ভার আবহমান কাল হইতে জমিদার দিগের উপর রহিয়াছে। ইহার আর কোন প্রমাণ আবশ্যক করে না, চৌকীদার দিগের যে চাকরান জমি আছে, তাহা দেখিলেই বুঝা যাইবে। এখন গবর্ণমেণ্ট যে প্রজাদিগের উপর [illegible] ভার কেন চাপাইয়া দিতেছেন তাহার কারণ আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা ভরসা করি, হুগলী ও বর্দ্ধমানের ন্যায় অন্যান্য জেলাস্থ প্রজারাও গবর্ণমেণ্টে এই বিষয়ের নিমিত্ত আবেদন করিবে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে শিশু হত্যা প্রচলিত আছে বলিয়া হিন্দু স্থানীদগকে অসভ্য ও অস্বাভাবিক পিতা মাতা বলিয়া সকলে বর্ণন করেন! কিন্তু সভ্যতম ইংলণ্ড ও ওয়েলসের দশা কি রূপ এক বার দেখা যাউক। সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে যে, এই স্থানদ্বয়ে প্রায় অর্দ্ধেক শিশু তিন মাসের মধ্যে মরিয়া যায়, কিন্তু ইহাদের কত গুলিকে যে ইচ্ছা পূর্ব্বক হত্যা করা হয় তাহা ঠিক জানিবার যো নাই। জারজ সন্তান সকল প্রায় গোপনে মারিয়া ফেলা হয়। ১৮৬৩ অব্দ হইতে ৬৭ সাল পর্য্যন্ত ৮৩৯৮ টি শিশু হত হয় এবং ইহার ৮৭৪ টিকে প্রকাশ্য রূপে খুন করা হইয়াছে সপ্রমাণ হয়। এই হত শিশুর মধ্যে দুই শত চোদ্দটিকে গলা চাপিয়া ও ৫৯ টিকে মাথা ভাঙ্গিয়া বধ করা হয়। শুদ্ধ ইহাও নয়। জুরিরা যখন হত শিশুর মৃত দেহ পরীক্ষা করেন, তখন প্রায়ই তাহারা এই রূপ মত ব্যক্ত করেন যে ইহাদের স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছে, সুতরাং হত শিশুর ঠিক তালিকা পাওয়া এক রূপ অসম্ভব। যে সকল ইংরেজ মহাত্মারা এ দেশে শিশু হত্যা নিবারণের নিমিত্ত যত্নশীল হইয়াছেন, তাহাদের স্বদেশের দিকেও একবার দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য।

পাটনা কলেজের ছাত্র ও মাষ্টার দিগের বিবাদ ক্রমেই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। উক্ত কলেজের হেড মাষ্টারের বিরুদ্ধে উচ্চ শ্রেণাস্থ বালকেরা প্রিন্সিপালের নিকট নালিশ করেন, তিনি ইহার কিছুই মীমাংশা করিয়া দেন না। অবশেষে বালকেরা ও তাহাদের কর্ত্তৃপক্ষগণ কমিসনার জেনকিন্স, সাহেবের নিকট আবেদন করেন। তিনি কলেজের প্রিন্সিপালকে এই বিষয় মিটাইয়া লইতে বলেন। [illegible] ইহা না শুনিয়া ডাইরেক্টরের নিকট এই বিষয় লেখেন এবং [illegible] সাহেব এই রূপ বলিয়াছেন যে [illegible] কলেজের কার্য্যে হস্তক্ষেপন করিবার কোন অধিকার নাই। এই বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক যাইতেছে। গবর্ণমেণ্টের হস্তে ইহা সমর্পিত হইয়াছে।

এদেশের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত রাজা ইন্দু ভুষণ দেব রায়ের মৃত্যুর কথা শুনিয়া আমরা যাহার পর নাই দুঃখিত হইলাম। রাজা ইন্দু ভুষণ পোষ্য পুত্র, কিন্তু তাহার প্রকৃতি রাজার পুত্রের ন্যায় ছিল। প্রথম যৌবন কালে তিনি নিতান্ত অ[illegible] হইয়া উঠেন। মধ্যে, ওরাম নামক এক জন ইংরাজের সহিত তাহার বিবাদ হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট তাহার রাজা উপাধি কাড়িয়া লয়েন, কিন্তু সিপাহি যুদ্ধের সময় উপকৃত হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট আবার উহা প্রত্যর্পণ করেন। যৌবন কালের অশান্ত ভাবের হ্রাস হইয়া ক্রমে তিনি সমুদায় বিষয় কার্য্য অন্য লোকের হস্তে রাখিয়া এক্ষণে কেবল নিজে ঈশ্বরোপাসনায় দিন যাপন করিতেন। ইদানিং তাহার ধর্ম্ম চর্চ্চা ব্যতীত অন্য কার্য্য ছিল না। সত্য নিষ্ঠ তিনি বরাবর ছিলেন, লক্ষ মুদ্রা ক্ষতি হইলেও তিনি কখন কথা[illegible] লঙ্ঘন করিতেন না। বদান্যতা তাঁহার [illegible] দুর্লভ। তাঁর যত ব্যয় তাহার [illegible]কাংশ দানে ব্যয়িত হইত। তিনিও এ[illegible] নাবালগ পোষ্য পুত্র রাখিয়া গেলেন[illegible]

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

যশোহরের জজ লফোর্ড।

যশোহরের জজ লফোর্ড সম্বন্ধে আমরা যে মত ব্যক্ত করিতেছি, ইহা শুদ্ধ আমাদের নয়, আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে জেলার তাবতের এই মত। লফোর্ড সাহেব যে বাঙ্গালির সহিত মিশেন না, ঘরে গেলে প্রায় কাহাকেও বসিতে দেন না, বাঙ্গালির সঙ্গে প্রায় আলাপ করেন না, তাহাতে আমাদের কোন কথা নাই, যাহারা এ সমুদায় ভাল না বাসেন, তাহারা সাহেবের কাছে না গেলেই পারেন। তিনি এই ৭। ৮ বৎসর যশোহরে আছেন, কত মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর বদলি হইয়া গেলেন, কত লোকের পদ বৃদ্ধি, কত লোকের পদের হ্রাস হইল, কত প্রধান প্রধান লোকে এই পাপময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গ লোকে গমন করিলেন, যশোহরের এই সাত আট বৎসরের মধ্যে কতই পরিবর্ত্তন হইল, কিন্তু অনড় লফোড সাহেব তাঁহার স্থান পরিবর্ত্তন করিলেন না।

লফোড সাহেব কিরূপ হাকিম তাহা আমাদের চেয়ে গবর্ণমেণ্ট ও হাইকোর্ট ভাল করিয়া জানেন। দাওরার মকর্দ্দমার সময় আসেসর গণ প্রায়ই তাঁহার মতে মত দিয়া থাকেন, কিন্তু সে কি আসেসর গণ তাঁহা অপেক্ষা ও নির্ব্বোধ বলিয়া, কি সাহেব তাহা দিগকে তর্ক দ্বারা বাধ্য করেন বলিয়া, কি বাঙ্গালিরা সাহেবকে খাতির করেন বলিয়া কি লফোড সাহেব বড় সুবিচারক বলিয়া, ইহার প্রকৃত ও নিগুঢ় কারণ কি আমরা তাহা ঠিক জানিনা। উকিল গণ ও হাইকোর্ট ইহার [illegible] উত্তর দিতে পারেন। কোন কোন উকিলে বলেন যে জজ সাহেব যেরূপ সাক্ষীর জবান বন্দি লয়েন তাহা ঠিক আইন সঙ্গত নহে, কিন্তু এ কথা বিবেচনা করা উচিত যে লফোর্ডের ন্যায় কোন প্রাজ্ঞ জজের কোন কার্য্যকে বেআইন বলা অজ্ঞ উকিল দিগের অত্যন্ত দাম্ভিকতা প্রকাশ। যদি উকিল মহাশয়েরা যে সমুদায় আইন পাঠ করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম লফোড সাহেবের কোন কার্য্যের বিপরীত হয়, তবে অবশ্য এমন কোন আইন আছে যাহা উকিল মহাশয়েরা পাঠ করেন নাই, লফোড সাহেব উহা অভ্যাস করি[illegible]ছেন, আর যদি প্রকৃতই এ রূপ কোন [illegible]ন না থাকে, [illegible] এরূপ আইন হওয়া [illegible] অগ্রে পরীক্ষা পরে [illegible]ইন।

[illegible]আবার বলি লফোড সাহেব ভাল [illegible] মন্দ জজ তাহা গবর্ণমেণ্ট জানেন না। কিন্তু এস্থলে আমাদের একটী বক্তব্য আছে। যদি গবর্ণমেন্ট, লফোড সাহেবকে ভাল বলিয়া জানেন তবে তাঁহাকে কত কাল আর এক পদে রাখিয়া কষ্ট দিবেন? জেলার জজিয়তি করিয়া প্রাজ্ঞতা লাভ করিলে হাইকোর্টের জজিয়তি দেওয়াই পদ্ধতি, কিন্তু লফোড সাহেব সম্বন্ধে এ নিয়ম কেন প্রয়োগ হয় না? সম্প্রতি হাইকোর্টের কয়েকটী পদ শূন্য হইয়াছে কি হইবার সম্ভব আছে, আর সেই পদ দিবার নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট একে তাকে খোশামদ করিয়া বেড়াইতেছেন, যদি লফোড সাহেব উপযুক্ত পাত্র হয়েন তবে কেন তাহার একটা তাঁহাকে না দেওয়া হয়? এক পদে অধিক কাল থাকিলে ক্রমে তাহার বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইয়া মাষ্ট হইয়া যায় গবর্ণমেন্ট ইহা কি জানেন না? আর যদি গবর্ণমেন্ট লফোড সাহেবকে ভাল বলিয়া না জানেন, যদি উপযুক্ত পাত্র না ভাবেন, তবে আর কত কাল যশোহরের লোককে জ্বালাতন করিবেন? খারাপ জজ দিগের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার গবর্ণমেন্টের দুই টী উপায় আছে, প্রথমতঃ পেন্সন দিয়া বিদায় করা। যদি গবর্ণমেন্টের বিবেচনায় লফোড সাহেব উপযুক্ত পাত্র না হয়েন তবে তাঁহাকে পেন্সন দিয়া বিদায় করা কর্ত্তব্য। তাহার যদি সুবিধা না হয় তবে বদলি করা। একটী অকর্ম্মণ্য বিচারক, যাহার হাত ছাড়াইবার যো নাই, তাহাকে মুহুঃমুহ বদলি করা কর্ত্তব্য, এক স্থানে রাখিয়া একটী জেলার লোককে কষ্ট দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। ভারতবর্ষের মধ্যে শুদ্ধ বাঙ্গালায় ৫৫ টী জেলা আছে, শুদ্ধ ছয় মাস করিয়া এক জেলায় রাখিলে একটী অকর্ম্মণ্য হাকিম সাতাস আটাস বৎসর কাটাইতে পারেন। ন্যায্য বিচার করিতে গেলে একটী মন্দ বিচারকের ভার সকল জেলায় ভাগ যোগ করিয়া লওয়া উচিত। লফোড সাহেবকে মন্দ বিচারক বলিয়া যদি গবর্ণমেন্টের প্রতীতি থাকে তবে তাঁহাকে এক জেলায় এত কাল রাখায় নিতান্ত পক্ষ পাতিত্ব হইয়াছে।

স্বর্ণ মুদ্রা-প্রচলন।

আমরা শুনিতেছি ষ্টেটসেক্রেটরি ভারতবর্ষে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলনের আদেশ করিয়াছেন এবং স্বর্ণমুদ্রা মুদ্রাঙ্কনের ছাঁচ এখানকার টাঁকশালায় প্রেরিত হইয়াছে। আমরা ইতি পূর্ব্বে ভারতবর্ষের স্বর্ণমুদ্রা প্রচলনের আদ্যোপান্ত ইতিহাসটী প্রকাশ করিয়াছি। সম্প্রতি এ বিষয় লইয়া ইংলণ্ডে ইষ্ট ইণ্ডীয়ান এসোসিয়েশনে তর্ক বিতর্ক হয় এবং ফিট্স উইলিয়াম এই রূপ মত প্রকাশ করেন।

"অষ্ট্রেলিয়া কি অন্য যে কোন স্থান হইতে সবরেইন নামক স্বর্ণ মুদ্রার আমদানি হউক না, ইউরোপীয় বেঙ্কের অধিকারিরা প্রত্যেক সবরেইনে দশ টাকা তিন আনা হইতে ১০।০ লইলেও তাহাদের পোষাইবে না, সুতরাং গবর্ণমেন্টের এত উচ্চ মূল্য নিদ্ধারণ সত্ত্বেও যে ভারতবর্ষে যথা সংখ্যক সবরেইনের আমদানি হইবে সে বিষয় সম্পূর্ণ সন্দেহ। তবে গবর্ণমেন্ট যদি প্রত্যেক সবরেইনের মূল্য ১০ টাকা নিদ্ধারণ করিয়া কলিকাতা টাঁকশালে উহার মুদ্রাঙ্কন করেন তবে আর শঙ্কা থাকে না।,,

রাজ্যের মধ্যে নূতন কিছু প্রচলনের পূর্ব্বে ভারি সতর্কতার আবশ্যক করে। রাজ্য যন্ত্র একটু হইতে একটু হইলে বিশৃংখল হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ অর্থব্যবহার সম্বন্ধে। যাহারা ব্রিটিশ ইণ্ডীয়ান রাজ্যের প্রথমাবস্থার ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তাহারাই জানেন অদূরদর্শিতা নিবন্ধন রাজ পুরুষ গণ কেমন করিয়া দেশে প্রচুর পণ্য দ্রব্য থাকিতে সহসা বাণিজ্য বন্ধ ও তাহার সঙ্গে রাজস্ব আদায়ের ব্যঘাৎ ও অন্ন কষ্ট উপস্থিত করিয়াছেন। ভারতবর্ষে স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলিত হইলে হয়ত রোপ্য মুদ্রার আদর ও সেই সঙ্গে উহার মূল্য কমিতে পারে। এবং তাহা হইলে দেশের মধ্যে ভারি বিশৃংখলা হইবার সম্ভব। দেশে এক্ষণ যত রূপ দেনা পাওনা অ[illegible]ন টাকা দ্বারা হয়। রাজস্ব, ঋণ, মহাজনের ক্রয় বিক্রয় সমুদয় টাকা লইয়া এবং স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলন দ্বারা টাকার মূল্য হ্রাস কি বৃদ্ধি যাহাই হউক তাহাতেই এক না এক পক্ষের ক্ষতি। এতদ্ভিন্ন কিছু দিন লোকে সহসা স্বর্ণ মুদ্রার সঙ্গে টাকার বিনিময় করিতে স্বীকৃত হইবে না। নোটের প্রচলন এদেশে দীর্ঘকাল হইতে হইয়াছে কিন্তু এক্ষন পর্য্যন্ত মফস্বলে কি সহরে নোট ভাঙ্গাতে বাঁটা লাগে, অনেক স্থলে আদবে নোট ভাঙ্গান যায় না। স্বর্ণ মুদ্রা লইয়াও অনেক স্থলে লোকে এই রূপ কষ্টে পড়িবে। টাঁকশালে স্বর্ণ মুদ্রা অঙ্কিত হইতে আরম্ভ হইলে সম্ভবতঃ এক্ষণ যে পরিমাণে টাকা প্রস্তুত হইতেছে তাহা কমিবে ও টাকার স্থলে গবর্ণমেন্ট স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলনের যত্ন পাইবেন। যত দিন দেশের মধ্যে অপ্রতিহত ভাবে স্বর্ণ

মুদ্রার ব্যবহার প্রচলিত না হয় তত দিন উহা থাকা না থাকা লোকের নিকট তুল্য সুতরাং বর্ত্তমান সংখ্যা অপেক্ষা অল্প টাকা প্রস্তুত হইলে লোকের মধ্যে অর্থের অভাব অনুভুত হইবার সম্ভব। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষে স্বর্ণ খনি নাই, অষ্ট্রেলীয়া প্রভৃতি দেশ হইতে ইহার আমদানি হইবে, এবং যথা পরিমাণে স্বর্ণের আমদানি না হইলে স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন হইবে না।

দেশে স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলন করিবার পুর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের এইরূপ নানা দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয় এবং এই নিমিত্ত বোধ হয় উহার প্রচলন পক্ষে এত বিলম্ব হইতেছে।

ফল আজ ১১ বৎসর এই বিষয়টী লইয়া সিডনির রয়েল মিণ্টের মাষ্টার, কলিকাতার মিণ্ট মাষ্টার কর্ণেল স্মিথ, কলিকাতার রয়েল মিণ্টের চিফ আকাউণ্টেণ্ট জে ব্রিডনেল, বোম্বাইর মিণ্ট মাষ্টের কর্ণেল বালার্ড, সর উইলিয়াম মেনেস্ফিল্ড, সর চার্লস ট্রেবেলিয়ান, বিদেশীয় ও স্বদেশীয় সম্বাদ পত্রের সম্পাদক, বণিকেরা তর্ক বিতর্ক করিতেছেন! এতদ্ভিন্ন এ বিষয় অনুসন্ধান নিমিত্ত একটী কমিশন বসে কিন্তু তত্রাচ ইহার কোন সাব্যস্ত হইল না। বিষয়টী এত গুরুতর কি না-তাহা আমরা জানি না। বিশেষতঃ ১৮৬৪ সালের ২৩সে নবেম্বরে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আদেশ প্রচার করেন যে ১০ টাকা ও ৫ টাকা মূল্যে ভারতবর্ষে ব্রিটীশ ও অষ্ট্রেলিয়ান সবরেইন এবং অর্দ্ধ সবরেইন ব্যবহৃত হইবে এবং ইহাতে সম্পূর্ণ কৃত কার্য্য হওয়ায় ১৮৬৮ সালের মার্চমাসে সবরেইন রাজমুদ্রা স্বরূপ দেশে ব্যবহৃত হওয়ার আজ্ঞা প্রচারিত হয় কিন্তু আমাদের ভুত পূর্ব্ব ষ্টেট সেক্রেটরি সর চার্লাস উড তাহার ১৮৬৫ সালের ১৭ই মে তারিখের পত্রে ইহার প্রতিষেধ করিয়া পাঠান। তাহার মতে যেখানে প্রকৃত পক্ষে প্রত্যেক সবরেইনের মুল্য ১০ টাকার অধিক সেখানে ১০ টাকা মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া সবরেইন প্রচলনের যত্ন পাওয়া সম্পুর্ণ বিফল। সর চার্লস উডের ভারতবর্ষে স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলনের প্রতিবন্ধকতা জন্মানের আর কোন কারণ থাকিবে নথুবা ১০ টাকা মুল্যে না চলে যে মূল্যে চলে তাহাই নির্দ্ধারণ করিলে হইত।

বোধ হয় এতকাল পরে স্বর্ণমুদ্রা সম্বন্ধে তর্ক বিতর্কের শেষ হইতে চলিল। যদি এদেশে স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন করিবার অভিপ্রায় গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত হইয়া থাকে তবে কলিকাতা টাঁকশালে উহা মুদ্রাঙ্কন ও মিণ্টমাষ্টের কর্ত্তৃক উহার মুল্যের নির্দ্ধারণ হওয়া কর্ত্তব্য।

কেহ ২ বলেন যে যে সংখ্যক টাকা এক্ষণ টাঁকশালে প্রস্তুত হইতেছে তাহাই যদি থাকে স্বর্ণমূদ্রা প্রচলিত হইবার সম্পূর্ণ ব্যাঘাৎ জন্মিবে। বিশেষতঃ দেশে যত অর্থের প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা উহার অধিক আমদানি হইলে অর্থের মুল্য কমিয়া যাইবার সম্ভব ও তদ্দারা বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা জন্মিবে। তাহাদের মতে ১০ টাকা মূল্য নিদ্ধারণ করিয়া এক্ষণ কেবল স্বর্ণ মুদ্রা প্রস্তুত করা হউক এবং টাকা প্রস্তুত করা আপাতত বন্দ থাকুক! এরূপ বন্দ বস্ত দ্বারা দেশে স্বর্ণের আমদানি হইবে এবং স্বর্ণমুদ্রা প্রচলনের প্রধান বাধা স্বর্ণের অভাব দুরীকৃত হইবে।

দেশে যদি প্রচুর টাকা থাকে তবে আপাতত উহার মুদ্রাঙ্কন স্থগিত করায় বিশেষ কোন ক্ষতির সম্ভব নাই কিন্তু ইহা দ্বারা যদি দেশে টাকার অপ্রতুল হইয়া পড়ে তবে গবর্ণমেণ্ট আবার সেকালের মত অর্থ সম্বন্ধে বিপদে পড়িতে পারেন। এদেশে নোটের কি স্বর্ণমুদ্রা যাহারই ব্যবহার প্রচলিত হউকনা, টাকার ব্যবহার সর্ব্বোপরি থাকিবে। এদেশে অদ্যাপি লোকে তত ধনী হয় নাই এবং লোকের আহার ব্যবহার নিমিত্ত অধিক মূল্যের জিনিস পত্র খরিদ বিক্রয় করিতে হয় না সুতরাং স্বর্ণমূদ্রার ব্যবহার অতি পরিমিত রূপেই হইবে। ১০ টাকার নোট প্রচলিত থাকায় ১০ টাকা মূল্যের সবরেইনের প্রয়োজন লোকে তত অনুভব করিবে না, তবে স্বর্ণের অনুরোধে লোকে ইহার আদর করিতে পারে. তাহাও স্বর্ণ ধাতুর ভাল মন্দের উপর নির্ভর করিবে। এদেশীয় লোকের স্বভাবতঃ পবিত্র স্বর্ণের উপর একটী ভক্তি আছে এবং এই নিমিত্ত আমাদের ধনাঢ্যরা যে কোন মূল্যের আকবরি মোহর ক্রয় করেন, ঔষধের নিমিত্ত নির্ম্মল স্বর্ণ লোকে আদর করিয়া থাকে কিন্তু ১০ টাকা না করিয়া অন্য কোন মূল্যের সবরেইন ব্যবহৃত হইলে লোকের উপকার হইবার সম্ভব ছিল।

We repeat, that the British Indian Association shuld consult and act in unison with the whole nation, before taking any step in the matter of high education—Let them curb their zeal a little, and we are almost certain that thousands and thousands will come forward to help them with their vote, money, and sympathy.

After all is Lord Mayo to be alone or at all blamed ? The cry against high education was raised during the Government of Lord Lawrence. The State Scholarships were suspended by His Grace, and if the present governor general seem to belong to the same pack, it may be, that His Excellency loves his office better than his principle, and has been goaded by his master, to a task he abhors. But it is impossible to defend Lord Mayo, he is at best a weak Governor at the hands of narrow-minded and designing politicians. To be consistent he ought to have opposed the inpolitic measures of the State Secretary with all his might, but he, we fear, did nothing of the sort. On the contrary, he cuts down about 2 lacs from the Budget of Mr Atkinson and puts a check to the further extension of the grant-in-aid system. He is alone responsible for this serius blow against education

To be popular or unpopular with a conquered race, thoroughly broken down, may not be of much moment to our governor, but to take upon ones head the curse of one-fith of the whole population of the globe is some thing to be avoided. The term of His excellency's Office expires soon but not his fame--fame as an enemy of the human race. And what he gains in return ? Clive and Hastings founded the British Empire in India, yet Britain blushes with shame at the mention of their names, and joins the wronged Natives in denouncing them. If to serve Britain, at whatever cost be his Lordship's motive, his lordship must bear in mind that Warren Hastings tried to serve her even at the peril of his soul, and his reward was a prosecution, disgrace, poverty, infamy and death- And what did Warren Hastings do ? Assuredly he plundered a prince or two and hanged a Bramhun, but we would willingly sacrifice 20 such princes and as many Bramhuns to save ourselves from the calamity, which his Lordship intends for us.

Our Strength—The slow and wary steps of government against High education have alarmed the whole country, especially as the people do not know how to defend themselves. They feel their own weak ness, they know government is omnipotent in this county, and can crush the people at any moment it chooses, and look at each other with despair. Without a Parliament, without any representative body, af irend or a patron, they are completely at the mercy of those few men who rule their destiny. Forced to believe that Government is seriously determined to keep them ignorant, they cannot understand what on earth can prevent it from doing what it likes. But fortunately our case is not so very desperate as it would seem from a distance. We have yet stength, and we believe enough, to defeat the object of our paternal government.

Men are selfish, and selfishness divides them. It is because men generally, first of all, look to their own individual interests, that one with a loaded pistol, keeps hundred men at bay, and 50 thousand Europeans rule over 180 millions of Natives. Now if this selfishness divides and weakens the Natives, its power over Europeans is not the less strong. Just look, how the non-official Europeans, when their interest was concerned, united with the Natives, tho' they very well knew that such a union would weaken the British India government. So in the case of High education, there are many whose interest it is to oppose the intended measure of government. With the death of English education, shall commence the long fast of European Professors, Inspectors of Schools, Directors and so forth. We can count upon these learned and wise men, whose influence over the politics of the country is not to be trifled with. Surely if the Engineers could extort an apology for an ungaurded expression of government, those who are personally interested in English education, ought to do more when their means of subsistence is going to be taken from them. We can also enlist the sympathy of Authors, Printers, Booksellers, and type founders and others who are chiefly interested in the progress of English education in this country and the number belonging to such a class must be very large indeed. We can almost promise the cordial support of Mr. Marshman. Those Editors who unthinkingly support government, ought to have reflected that English residents alone cannot support them. With high education the necessities of a civilized life must vanish also, and then woe unto a large class of British merchants.

The dull and unenterprising task of governing a barbarous nation can never suit the British character. The officers of the non-Regulation Provinces enjoy the privileges of Independant Chieftains; yet they prefer to come to Bengal, where there is a strong public opinion. The greater the energy, the tact and trouble to govern, the greater the pleasure and glory to govern, and some politicians fear that if government intends to keep the Natives always down no man with brains and a heart, will consider it worth his while to come so far to govern a race of slaves, and that, government will have at last to leave the country out of sheer disgust. Others consider, that the greatest danger of a government is its Financial difficulty. Our Finance is not in an enviable position. Put a stop to English education and it will be necessary to indent for a large number of Europeans, at enormous costs to move the machinery of our government. A sober European clerk of a magistrate will cost more than a Native deputy magistrate and thus the death of English education in the country will be followed by the collapse of the government itself.

There are politicians in the world who prefer a civilized to a barbarous foe. A barbarous nation may be weaker, but he is more implacable, cruel, less generous and is moved by impulses. There was no civilized element in the illeterate mob, who commenced and conducted the Sepoy war, and the inhumanity practised may be clearly traced to the ignorance of the movers and chieftains. All educated natives sided with the British tho' they knew that the Sepoys fought for the independance of India---their own country. So these politicians apprehend greater danger from ignorant than from enlightened India.

It is known how highly do the Natives value their English education, and to put a stop to such a blessing may rouse the apathetic Hindoos from their lethargy to a national revolt. Such an idea may never cross the mind of a Native, within hundred years to come, but guilty minds are always cowardly. To us independance may seem an impossibility, as a husband to a Hindoo widow, it may convey no definite idea into our minds, but there are Europeans who look to these things from a different standpoint. They think, Natives united will outnumber the Europeans and with all the recent improvements in the science of warfare, surely one European can never be a match for 1300 Natives. The Russians salivate at the name of India, and India has almost become a European country by the opening of Suez canal. The French who are nearer to us than the English, may not covet India, but are surely very jealous of the ascendancy of England. Again, England holds India so long as she maintains her reputation. Let it be known amongst other civilized nations that England has become oppressive and she looses her office.

There is another class of Englishmen and we believe their number is not inconsiderable, who foolishly believe that there is a just and impartial God, who if He chooses can fight not only with the British India government successfully, but with all the world combined. Such a class tremble at the idea of oppression to a people entrusted by Him to their care and do not at all like to evoke His wrath. But after all, it would be doing injustice to not only England but human nature if we donot admit that there are good men in England. In spite of the suspension of State Scholarships, the 3 Rs 2 As Income tax, the cry against English education, nobody ought to doubt that.

We have thus tried to show that we are not so helpless either. If one section of Europeans forsake us, another will stand by us, if one section aim a blow it will be warded off by another. In the meantime we ought not to be idle. To make others feel for us, we must feel ourselves first.

সেবিং ব্যাঙ্ক।

আমরা কলিকাতা গেজেটে একটী সম্বাদ দেখিলাম। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক জেলাতে সেবিং ব্যাঙ্ক সংস্থাপনের সংকল্প করিয়াছেন। এই সেবিংব্যাঙ্ক গুলীর নাম ডিষ্ট্রিক্ট ব্যাঙ্ক হইবে এবং ইহাতে সকল শ্রেণীর লোকেই ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিবে। এটীর তত্ত্বাবধারনের ভার গবর্ণমেণ্ট লইবেন এবং টাকা সঞ্চয়কারীগণ ফিরে চাহিলে সুধ সমেত তাহারা যাহাতে টাকা পায় গবর্ণমেণ্ট তাহার জবাবদাহ করিবেন। এক টাকার কম সেবিংব্যাঙ্কে সঞ্চিত হইবেনা এবং এক বৎসরের মধ্যে কেহ ৫০০ টাকার অধিক সঞ্চয় করিতে পারিবেন না। সঞ্চয় কারিরা আপাতত শতকরা বৎসর ৩।০ আনা হিসাবে সুধ পাইবে। ছয় মাস পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট গেজেটে বিজ্ঞাপ্ত না হইলে সুধের কোন নূতন বন্দবস্ত হইবেনা। যে মাসে টাকা সঞ্চয় করা হইবে, সে মাসের প্রথম দিন হইতে এবং যে মাসে টাকা প্রত্যর্পিত হইবে তাহার পূর্ব্ব মাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত সুধ চলিবে। কুড়ি টাকার সুধ মাসে এক আনা এবং কুড়ি টাকার ভঙ্গট সমুদয় টাকার সুধের হিসাব টাকার সংখ্যানুসারে পৃথক পৃথক রূপ হিসাব হইবে। প্রত্যেক সঞ্চয়কারীর হিসাব মার্চ্চমাসের শেষ তারিখে নিকাশ হইবে এবং যে সুধ বাঁকি থাকিবে তাহা আসলের মধ্যে ধরিয়া পর বৎসর হইতে তাহার সুধ চলিবে। সুধে আসলে ৩০০০ হাজার টাকা কাহারও সঞ্চয় হইলে টাকার আর সুধ চলিবে না।

গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্যটী অতি উৎকৃষ্ট কিন্তু ইহা কতদুর কার্য্যকরী হইবে বলা যায়না। এদেশে বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য কেবল প্রস্ফুটিত হইতেছে, লোকের এক্ষণকার অবস্থাতে ঋণকরা ভিন্ন অর্থ সঞ্চয় করার কোন সম্ভব নাই। যত প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা এক্ষণ ভারতবর্ষে অল্প পরিমানে অর্থের ব্যবহার হইয়া থাকে, ইহার আবার কতক সেবিংব্যাঙ্কে আবদ্ধ রাখিলে লোকের কাজ কর্ম্ম চলা দুস্কর হইবে। লাভের মধ্যে মহাজনেরা এক্ষণ অপেক্ষা আরো অধিক নিষ্পীড়ন আরম্ভ করিয়া দরিদ্র কৃষক ও ব্যবসাদার দিগকে উচ্ছিন্ন দিবে। সেবিংব্যাঙ্ক প্রভৃতি জন সাধারণের বিশেষ উপকার যাহাতে হইবার সম্ভব সে সমুদয় সমাজ গৃহের সৃষ্টি আপনিই হয়। যখন ইংলণ্ডের ন্যায় এদেশে অর্থের সচ্ছলতা হইবে এবং লোকের হাতে ব্যবসায় বাণিজ্য নিরবন্ধন প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ উপস্থিত হইবে তখন লোকের স্বভাবতঃ সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা হইবে এবং তখন গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ভিন্ন আপনিই সেবিংব্যাঙ্কের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইবে। তবে অর্থ সচ্ছল সুখ হইবার উপক্রম হইলে সেবিংব্যাঙ্কের সৃষ্টির দ্বারা লোকে অর্থ সঞ্চয় করিবার উৎসাহ পাইতে পারে। ভারতবর্ষের সে অবস্থায় উপনীত হইবার যে অনেক বিলম্ব আছে তাহা বোধ হয় বলা বাহুল্য। অপিচ যাহাদের সুধে টাকা খাটাইবার সঙ্গতি আছে তাহারা শতকরা বৎসর ৩।০ সুধে কেন টাকা সঞ্চয় করিয়া রাখিবে বলা যায় না। আমাদের এ অঞ্চলে সচরাচর বন্ধক রাখিয়া মহাজনেরা শতকরা বৎসর ২৪ টাকার হিসাবে সুধ লয় এবং বিনা বন্ধকে কখন কখন ১০০ টাকায় একশত টাকা সুধ লওয়া হয় সুতরাং সুধপ্রিয় মহাজনেরা যে সেবিংব্যাঙ্কে টাকা রাখিবেনা সেটী একরূপ নিশ্চয়।

আমাদের দেশে সচরাচর ৫ শ্রেণীর লোক আছে। মহাজন, চাকুরে, জমীদার, কৃষক এবং মধ্যবিধ প্রজা। মহাজনেরা অর্থাৎ যাহাদের টাকা সুধে খাটান ব্যবসায় তাহারা কখনই এত অল্প সুধে টাকা সঞ্চয় করিয়া রাখিবে না, চাকুরে দিগের অন্ন নির্ব্বাহ হওয়াই কঠিন, সেখানে তাহাদের পক্ষে অর্থ সঞ্চয় করা যে কত দুর সম্ভব তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন; যে সমুদয় জমীদারের ব্যয় সংকুলন করিয়া অর্থ উদ্বৃত্ত হয়, তাহারা প্রায়ই কোম্পানির কাগজ কি জমিদারি ক্রয় করেন; তালুকদার কি বড় বড় গাতিদার গণের অনেকের মহাজনী আছে কিন্তু সে তাহাদের প্রজার মধ্যেই, এটা তাহারা অনেক সময় দায় ঠেকিয়া করেন, সুতরাং সেবিং ব্যাঙ্কে তাহাদের যাওয়া অসম্ভব এবং কৃষক দিগের ত কথাই নাই। তবে এক্ষণ জেলার ডিসপেন্সরি মিউনিসিপেলিটি প্রভৃতি অনেক গুলি ফণ্ড কলেক্টরিতে পড়িয়া থাকে, এটাকা গুলি সেবিংব্যাঙ্কে সঞ্চয় করিলে অনেক উপকার হইতে পারে।

ফল গবর্ণমেণ্টের যদি দেশের মঙ্গল করার অভিপ্রায় প্রকৃত হইয়া থাকে তবে লোকে অল্প সুধে যাহাতে প্রয়োজন মত টাকা ঋণ পাইতে পারে এমনি কোন একটী সমাজ গৃহের সৃষ্টি করুন। কৃষক দিগের প্রায় সকলেরই, ও ব্যবসাদার দিগের অনেকের, মহাজন দিগের দ্বারস্থ না হইলে কোন মতে চলে না। দুর্ভাগ্য বশতঃ এদেশে তেমনী মহাজনের সংখ্যা অতি কম এবং যাহা আছে তাহাদের পুঁজি আবার অতি অল্প সুতরাং অধমর্ণ গণের অনেক সময় মহাজন গণের কৃপার অধীন থাকিতে হয় এবং মহাজনেরা প্রায়ই সুযোগ মত তাহাদিগকে লুণ্ঠন করে। এমন কি অনেক সময় লোকের শতকরা প্রত্যহ ৫ টাকার অধিক সুধে টাকা কর্জ্জ করিতে হয় এবং এই রূপ এক শত টাকা কর্জ্জ যাহার করিতে হইয়াছে তিনি যে এক বৎসরের মধ্যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য। যশোহর ও কৃষ্ণনগরে এক দল মহাজন আছে তাহাদের ব্যবসায় এই। ইহারা দায়গ্রস্ত লোককে যদৃচ্ছা ঋণ পাশে আবদ্ধ করে এবং এই রূপে কত পরিবারকে এককালে উচ্ছিন্ন দিয়াছে। মধ্যবিত্ত লোকেরও দুরবস্থার একটী কারণ মহাজন গণের নিষ্পীড়ন। ইহদের প্রায়ই কিছু কিছু ভূমি সম্পত্তি আছে কিন্তু প্রজার উপর জমিদার গণের ন্যায় অধিপত্য থাকেনা অথচ রাজস্ব আদায়ের সমুদয় ভার ইহাদিগের উপর। কোন কারণে প্রজারা খাজনা দিতে পারিলেনা, জমিদারেরা ১০ আইন করিয়া গাঁতিদারের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লইলেন। গাঁতিদারেরা প্রজার নামে লালিস করিতে সাহস করে না, প্রজা উচ্ছিন্ন গেলে গাঁতিদার গণের নিজের ক্ষতি এবং অনেক প্রজা এমন নিঃস্ব যে তাহাদের নামে লালিস করিয়া কেবল মকর্দ্দমার জন্য নিরর্থক ব্যয় করিতে হয়। সুতরাং মধ্যবিত্ত লোক দিগের অনেক সময় মহাজন গণের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হয় এবং দেশে অর্থের এত অপ্রতুল যে বিষয় বন্ধক রাখিয়াও অনেক সময় ইহারা টাকা পান না এবং পাইলেও মহাজনেরা এত অধিক হারে সুধ লয় যে বন্ধকী জিনিস খালাস করা অসাধ্য হইয়া উঠে। যখন দেশে নীল কুঠিয়াল ছিল তখন ইহাদের অর্থ সম্বন্ধে অনেক সুবিধা ছিল। কুঠিয়াল গণ বিষয় পাইলে যে কোন পেষগিতে উহা ইজারা লইত সুতরাং দায়গ্রস্থ হইলে যাহাদের কিছু ভুমি সম্পত্তি আছে তাহাদের আর মহাজন গণের ক্ষুধানলে পতিত হইতে হইতনা। অতএব গবর্ণমেণ্ট যদি এরূপ কোন একটী গৃহ খুলেন যাহাতে লোকে প্রয়োজন মত অল্প সুধে টাকা কর্জ্জ পায় তবে দেশের অশেষ মঙ্গল হইবার সম্ভব।

সংবাদ।

—ইউরোপের সম্রাট গণের নিমিত্ত বৎসর নিম্নলিখিত অর্থ গুলি বরাদ্দিত হয়।

ইংলণ্ডেশ্বরী ৩৮ লক্ষ ৫০ হাজার।

রুসিয়া	এক কোটী সত্তর লক্ষ
ফ্র্যান্স	এক কোটী চল্লিশ লক্ষ
তুরস্ক	এক কোটী বত্রিশ লক্ষ
অষ্ট্রেলিয়া	অ.শী লক্ষ
ইটালী	চৌশট্টি লক্ষ
প্রসিয়া	আটচল্লিশ লক্ষ
ব্যাভারিয়া	পাঁচশ লক্ষ
পর্টুগল	তের লক্ষ ত্রিশ হাজার
নরওয়ে এবং সুয়েডন	পাঁচ লক্ষ কুড় হাজার ॥
ডেনমার্ক	চার লক্ষ আশী হাজার ॥

—বিবি মুলার নামক একজন স্ত্রীলোক ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে এই নালীশ করেন উমেশ বাবু পূর্ব্বে তাঁহার হোটেলে থাকিতেন ॥ পরে তাঁহার স্ত্রী আসাতে তিনি পৃথক বাসা করেন ॥ কিন্তু উমেশ বাবুর স্ত্রী ইউরোপীয় প্রণালীতে গৃহসজ্জা করিতেন আসাতে বিবি মুলারকে এই ভার দেওয়া হয় ॥ ঐ কার্য্যের বেতন তাঁহার ৫০০ টাকা পাওনা আছে। উমেশ বাবু আপত্তি করেন স্ত্রীলোকটির স্বামী আছে ॥ তিনি যোগ না দিলে নালীশ চলিবেনা বিবি মুলারের স্বামী ইংলণ্ডে থাকাতে মকদ্দমা খারিজ হইয়াছে ॥ এক গৃহসজ্জা করিবার এত আড়ম্বর ?

—রবিন্সন সাহেব এক অনুবাদকের কার্য্যে জীবন কাটাইলেন কিন্তু তাহার কি হত ভাগ্য আজিও তিনি বাঙ্গালা ভাষার কিছু মাত্র মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলেন না ॥ তাহার জন্মও না এদেশে হয় ? বাঙ্গালা ভাসা তাহার মাতৃ ভাষা এক রূপ বলিলেও বলা যায় ॥ তবে শুনিতে পাই যে, তাহার বুদ্ধির কিছু অভাব আছে ॥ তাহা যদি হয়, তবে আমরা তাহাকে বড় একটা দোষ দিতে পারি না ॥ কিন্তু তেমনি তাহার বিবেচনা করা উচিত যে, তিনি আট শত টাকা করিয়া বেতন পাইতেছেন, সুতরাং তিনি যদি পদানুযায়ী কাজ না করিতে পারেন, তবে তাহার উহা পরিত্যাগ করা উচিত। সম্প্রতি হিন্দু পেট্রিয়ট তাহার অনুবাদিত কয়েকটী ছত্র প্রকাশিত করিয়া তাহার বিদ্যার বিশিষ্ট রূপ পরিচয় দিয়াছেন ॥ আমরা এই স্থলে উহা গ্রহণ করিলাম ॥ "স্বামীর প্রতি জল যোগাইবার উপকরণ করিবার আদেশের কথা" "নগরীয় জল যোগাইবার উপবিধি"। রবিন্সন সাহেবের বয়স ঠীক ৭২ বৎসর না হউক প্রায় তিনি উহা ধরধর করিয়াছেন ॥ গবর্ণমেন্‌ট এক্ষণ তাহাকে পেন্সন দিয়া বিদায় করিলে তাহার পক্ষেও মঙ্গল, আমাদের পক্ষেও মঙ্গল ॥

—প্রসিদ্ধ ধনী ব্যারণ রথ চাইলড একদা কাঙ্গালের বেশ ধারণ করিয়া রাস্তায় পরিভ্রমণ করিতে থাকেন ॥ এক ব্যক্তি তাহাকে চিনিতে না পারিয়া একটী লুই মুদ্রা তাহাকে দান করেন ॥ রথ চাইলড তাহা গ্রহণ করেন ॥ দশ বৎসর পরে তিনি দশ হাজার ফ্রাঙ্ক উক্ত ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করেন ও এই রূপ পত্র লেখেন ॥ "অমুক দিন অমুক স্থানে আপনি আমাকে একটী লুই দেন ॥ উহা ব্যবসায় খাটাইয়া দশ হাজার ফ্রাঙ্ক হইয়াছে ॥ তাহা আপনার নিকট প্রেরণ করিলাম ॥"

—ইউরোপে এখন পর্য্যন্ত ও বিস্তর হাস্যাস্কর পদ্ধতি সকল প্রচলিত আছে। ইষ্টার পর্ব্বের সময় বার জন বৃদ্ধ দরিদ্র স্ত্রী পুরুষের পদ ধৌত করার রীতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট ও রাজ্ঞী গত ইষ্টার পর্ব্বোপলক্ষে এই রীতি পালন করিয়াছিলেন।

—এসিয়াটীক বলেন, যদি ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষিয় দিগের অকপট রাজভক্তি চান তবে দেশীয় রাজগণকে ইংরাজদিগের অধিক সমাদর করা উচিত ॥ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্‌ট যতই উপকার করুন না, স্বদেশীয় রাজারদিগের প্রতি তাহাদের যেরূপ আন্তরিক ভাল বাসা এরূপ বিদেশীয় গবর্ণমেনটের উপর কখন হইবার সম্ভব নাই। ঠিক।

—এক রূপ নিশ্চিত স্থির হইয়াছে যে, আগামী বৎসর আমেরিকা হইতে ইনকম ট্যাকস উঠিয়া যাইবে ॥ সকল দেশের বালাইকি ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে ?

—সম্প্রতি এডনবার্গে ডাক্তার দিগের একটি সভা হয়। সেখানে প্রোফেসর বেনেট বলেন যে, ময়লা উৎপন্ন দূষিত বায়ু সেবনে জ্বর হওয়া লোকের যে সংস্কার আছে সেটী ভ্রম মুলক ॥ তাহার মতে, কদর্য্য দ্রব্য আহারই জ্বরের কারণ ॥ বসন পরিবর্ত্তনের ন্যায় চিকিৎসা পৃথিবীতে মত পরিবর্ত্তিত হয় ॥

—ওয়াকার নামক এক জন দুরাত্মা লণ্ডনের দরিদ্র বিধবাদিগের বাটীতে সর্ব্বদা ধর্ম্মোপদেশ দিতে যাইত ; সে আপনাকে অতিশয় ধনী বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে সকল স্থানে আহার ও শয্যা পাইত ॥ ধর্ম্মের ভাণে স্ত্রীলোকেরা না পারেন এমত কাজ নাই ॥ ওয়াকার মধ্যে২ কোন২ বিধবাকে বিবাহ করিতে চাহিত ॥ পর দিন প্রাতঃকালে পরিণয় হইবে এই অঙ্গীকার ॥ এমত ধার্ম্মিক লোক থাকাতে অনেক বিধবা তৎপূর্ব্ব রাত্রিতেই তাহাকে স্বামীর সত্ব ভোগ করিতে দিত ॥ প্রাতঃকালে অবশ্যই এই ধর্ম্ম বোধক অন্তর্দ্ধান হইতেন ॥ এই ব্যক্তি কয়েক বৎসরাবধি এই প্রকার এক পয়সা ব্যয় না করিয়া আহার ও বিহার করিয়াছে ॥ ইহাকে ধৃত করিয়া ফৌজদারীতে দেওয়া হইয়াছে ॥ সামপ্রকাশ ॥

—জন শ্রুত যে সর রিচড টেম্পল মান্দ্রাজের গবর্ণর হইবেন ॥ হা হত ভাগ মান্দ্রাজ ! তোমার অদৃষ্টে কি বিধাতা কখন সুখ লিখেন নাই ?

—এক খানি বোম্বাই কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে যে সম্প্রতি এক জন পারসি স্ত্রী ৯০ বৎসর বয়সে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন ॥ ইনি এক শত দুই জন সন্তান সন্ততি রাখিয়া গিয়াছেন ॥

—গণেশ সুন্দরীর খৃষ্টান হইবার ফল ক্রমে বাহির হইতেছে। লক্ষ্ণৌয়ে একটি ভদ্র পরিবারে এক জন খৃষ্টান মাহলা শিক্ষাদান করিতেন সম্প্রতি তাহাকে উক্ত পরিবারে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। আরো অনেকে এই রূপ করিবার সংকল্পকরিয়াছেন।

—গবর্ণমেন্টের নির্ব্বুদ্ধিতায় মধ্য ভারতবর্ষের অন্তর্গত চান্দা গবর্ণমেন্‌ট স্কুলটি উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। এখানকার ডেপুটি কমিসনার আদেশ দেন যে, মেথরের ছেলেরা উক্ত স্কুলে পাঠ করিতে পারিবে। গবর্ণমেনটও ইহা অনুমোদন করেন ॥ ইহার ফল এই হইয়াছে যে, স্কুলের তাবৎ ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ভদ্র বংশজ ছাত্রেরা উহা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। এক্ষণ কেবল স্কুলে ৯টি ছাত্র আছে অথচ মাষ্টারের সংখ্যা এগার জন ॥ ইংলণ্ডে কি লড ও ছোট লোকের ছেলেদের মধ্যে প্রভেদ করা হয় না ?

—হিন্দুহিতৈষিণী বলেন, কুর্গে ব্যাঘ্র শীকারের পর তদ্দেশীয় প্রার্থানুসারে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার সমাহিত হয়, অল্প দিন হইল এক জন ভদ্রলোক একটী ব্যাঘ্র শীকার করিয়া বাড়ীতে আনয়ন করে দেশীয় রীত্যানুসারে তাহার সহিত ব্যাঘ্রের বিবাহ হয় ॥ বেলা ৩টার সময় তাহার কোন কোন গৃহে দেশীয় ও ইউরোপীয় অনেক লোক তামাসা দেখিবার নিমিত্ত সমাগত হন, উক্ত ভদ্রলোক নানা বস্ত্রালঙ্কারে ভুষিত হইয়া ব্যাঘ্রের দিগে মুখ রাখিয়া বিবাহাসনে উপবেশন করিলেন, বন্ধুগণ চারিদিগে সমাবিষ্ট হইল; দক্ষিণ ও বাম ভাগে কর্ম্ম পরিহিত সৈন্য ও ইহাদের সম্মুখে এক প্রকার তণ্ডুল পূর্ণ পীতলের পাত্রের উপর পবিত্র গৃহ প্রদীপ সংস্থাপিত হইল ॥ পরিবারস্থ সকল লোক ও অন্যান্য বন্ধু বান্ধব সকলেই এক এক মুষ্টি চাউল উক্ত বরের (ভদ্রলোকের) গাত্রে ছড়াইয়া দিল, তৎপর এক এক চুমুক দুগ্ধ প্রদান করিয়া এক২ রৌপ্য মুদ্রা তাহার ক্রোড়ে স্থাপন করিল, বন্ধু বান্ধবদিগকে খাওয়াইবার নিমিত্ত ঐ টাকা গচ্ছিত রহিল ॥ অবশেষে ব্যাঘ্রের চারিদিগে উপস্থিত দেশীয়েরা নৃত্য করিলে পর ঐ ব্যাপার সমাপ্ত হইল ॥

—ষ্টাম্প আক্টের দরুন খাজানা সংক্রান্ত মকর্দ্দামা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে ॥ ৬৮ অব্দে ৫৯২০৪৫৫ ও ৬৯ অব্দে ৪২৫৩৭৯৩ মকর্দ্দমা হইয়াছে অর্থাৎ এক বৎসরে ১৬৬৬৬৬২ টি মকর্দ্দমা কমিয়া গিয়াছে।

—হিন্দু পেট্রিয়টে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে, মানভূমে একজন মুসলমান আসেসারের চাপরাসী বলিয়া পরিচয় দিয়া অনেক গরিব প্রজার নিকট হইতে ট্যাক্স আদায় করিয়াছে। সম্প্রতি ঐ ব্যক্তি ধরা পড়িয়া ডেপুটি কমিসনারের বিচারাধীন আনা হয় এবং তাহাকে আঠার মাস কারবারে থাকিবার আদেশ হইয়াছে ॥

—পাঠক বর্গ বোধ হয় সিন্ধুর প্রথম শ্রেণী ডেপুটি কলেক্টর জেলেসপির কথা বিস্মৃত হন নাই। ইনি একটি বালিকার সতীত্ব নষ্ট করিতে গিয়া তাহাকে প্রাণে মারেন। বিচারে ইনি নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হন বটে, কিন্তু যে প্রণালীতে ইহার বিচার হয় তাহাতে লোকের মনে আরো দৃঢ় সংস্কার জন্মে যে তিনি দোষী। বিচারান্তে ইনি ইংলণ্ডে পাপ ধৌত করিতে যান ॥ সম্প্রতি মান্দ্রাজ গবর্ণমেন্ট আদেশ করিয়াছেন। ইহার হস্ত হইতে সমুদায় মাজিষ্টেটের ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হয় ;

—কিছু দিন হইল, এলাহাবাদের কায়স্থদিগের একটী বৃহৎ সভা বসিয়াছিল। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর ও অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারিরা তথায় উপস্থিত ছিলেন। কায়স্থদের বিবাহে বিস্তর টাকা ব্যয় হয়। যাহাতে এই কুপদ্ধতি উঠিয়া যায় সেই সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করা সভার উদ্দেশ্য ॥ আমাদের এদেশেও বিবাহের ব্যয় যেরূপ বাহুল্য হইয়া উঠিতেছে তাহাতে ইহা নিবারণের কোন উপায় নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য ॥

—অবলা বান্ধব স্ত্রীলোক দিগের কাগজ, কিন্তু সম্পাদক ২২সংখ্যক কাগজে একটীর ডাকাইতিদণ্ডের কথা উল্লেখ করিয়া ইহাই বলিয়া সংবাদটী শেষ করিয়াছেন ইহাকেই বলে 'অতিবুদ্ধির—,, সম্পাদক স্ত্রীলোকদিগকে আচ্ছা সাধীনতা শিখাইতেছেন।

—সম্প্রতি যশোরের এক জন সুমারবন্ত খলিপা। এখানকার আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার উলিয়াম স সাহেবের নিকট তাহার পাওনা টাকা চাহিতে যায়। ইহাতে সাহেব উগ্র হইয়া তাহাকে আটক করিয়া রাখেন। খলিপা ফৌজদারীতে নালিশ করাতে আসিষ্টান্টের ৫ টাকা জরিমানা হইয়াছে। শুনা যাইতেছে, খলিপা হুরমৎ বহার দাবি দিয়া নালিশ করিবে॥

—আগামী ১লা জুন তারিখে সার হেনরী ডূরুয়াণ্ড পাঞ্জাবের লেপ্টনান্ট গবর্ণরের পদ গ্রহণ করিবেন।

—গত মার্চ্চ মাসে কলিকাতায় শোতর লক্ষ উনিস হাজার তিন আশী টাকা ও বোম্বাইয়ে ২৩৯৯২৯৫ টাকা মুদ্রিত হয়।

—লঃ মার্চ্চ সাহেব কলিকাতার ডেপুটী কমিসনারের পদ হইতে অবসৃত হইয়া মফঃস্বলে স্থানান্তরিত হইলেন। ইহার জালায় কলিকাতা সহরের লোক পাগল হইয়াছিল, মফঃস্বলে এই অবতারের আবির্ভাব হইলে কি লোক বাঁচিবে? জাইলস্ সাহেব ইহার স্থানে নিযুক্ত হইলেন। জাইলস্ সাহেব কৃষ্ণনগরে সুখ্যাতির সহিত ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিনটেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিয়াছিলেন।

—আমীর সের আলী এত বাধা সত্ত্বেও তাহার রাজ্যে ইংরেজী সভ্যতা প্রবেশ করাইতেছেন। একটী একসিকিউটীব ও লেজিসলেটীব সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া ইনি কার্য্য করেন। প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে এই সভা বসে। ইহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া সম্প্রতি তিনি নূতন ট্যাক্স্ স্থাপন করিয়াছেন।

—ডিউক এডিন বরার স্মরণার্থ এখন পর্য্যন্ত দেশীয় রাজগণ সাধারণ উপকারার্থ বিপুল অর্থ দান করিতেছেন। পাটীয়ালার রাজা পূর্ব্বে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেন, সম্প্রতি আম্বলার ট্রেজারীতে আরো কুড়ি হাজার টাকা সঞ্চয় করিয়াছেন, ইহা দ্বারা কয়েকটী ছাত্র বৃত্তি সংস্থাপিত হইবে॥ নাভা, ঝিন্দ ও কালসিয়ার রাজারাও তাহাদের পূর্ব্ব দান ছাড়া বিশ্ব বদ্যালয়ের ছাত্র বৃত্তি স্থাপনার্থ আরো বিস্তর টাকা দান করিয়াছেন।

—সম্প্রতি একটি উৎকৃষ্টতর দূরবিক্ষণ দ্বারা দেখা গিয়াছে যে সূর্য্যের পৃষ্ঠ দেশে কেবল চারিটী ছোট ছোট দাগ আছে।

—লণ্ডনের "লেডিরা" খুঁড়িয়া হাঁটিতে অভ্যাস করিতেছেন। এই নিমিত্ত তাহারা যে জূতা পায় দেন তাহার এক খানা অন্য খান অপেক্ষা কিছু বড় করা হইতেছে। এই রূপ কৌতুকাবহ কার্য্য করিবার হেতু এই যে মহারাণী বিক্টরিয়ার পুত্র বধু (প্রিন্স অব ওয়েলসের স্ত্রী) দুই বৎসর হইল বাত রোগাক্রান্ত হন এবং সেই নিমিত্ত একটু খুঁড়িয়া হাটেন। লেডিরা ইহাকে নকল করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত। স্বভাব মলেও যায় না। ইংরেজ মহিলাগণ এত উন্নতি করিয়াছেন, তবু তাহাদের কি ক্ষীণতা!

উদ্ধৃত।

ইংরেজেরা যে সকল নিকৃষ্ট বৃত্তির বশীভূত হইয়া আমেরিকান দিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া ছিলেন, সেই সকল দুষ্প্রবৃত্তিরই অনুবর্ত্তী হইয়া ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন। বিরলে বসিয়া এবিষয়ের আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমাদিগের ভারতবর্ষে যাঁহাদিগের কিছু মাত্র স্বত্ব নাই, অত্রত্য লোকদিগের সহিত যাঁহাদিগের কিছু মাত্র স্বাভাবিক সম্পর্ক নাই, তাঁহারা প্রথমে অতি নম্রভাবে আগমন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে এক সীমা আবধি সীমান্তর পর্য্যন্ত সমুদয় ভারতবর্ষ ছলে, বলে ও কৌশলে হস্তগত করিয়া স্বেচ্ছানুসারে একাধিপত্য করিতেছেন।/ প্রথমতঃ কতিপয় ইংরেজ বনিক অতি মৃদুভাবে আগমন পূর্ব্বক সমুদ্রতটে অবস্থিতি করিলেন এবং তদ্দ্বারা এমত মহারাজ্যের সূত্রপাত করিলেন যে তাহা ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের সমুদয় রাজ্যই গ্রাস করিয়াছে, বৃহৎ বৃহৎ রাজভাণ্ডার লোপ করিয়াছে, ভারতীয় জননিবহের স্বাধীনতারত্ন অপহৃত করিয়াছে, ধন শূন্য করিয়াছে॥ করভারে ভারতীয় প্রজাগণকে পৃষ্টপেষিত করিয়াছে, তথাচ নিবৃত্তি নাই, নিত্য নূতন কর প্রচলিত করা হইতেছে। ধর্ম্ম ও ন্যায়ের সীমা উল্লংঘন করিলে তাহার প্রতিফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, তাহার অনুমাত্র সন্দেহ নাই॥ অতএব ইংরেজেরা যে সমস্ত নিকৃষ্ট বৃত্তির বশীভূত হইয়া ভারত ভূমি অধিকার [illegible] দগ্ধ করিতেছেন, সেই সমুদয়েরই অধীন হইয়া স্বদেশের ও অনেক প্রকার অনিষ্টরাশি উৎপাদন করিয়া আসিতেছেন তথাকার রাজ নিয়ম ও রাজপুরুষ দিগের ব্যবহার অধর্ম্ম দোষে দূষিত হইয়া লোকের বিস্তর ক্লেশ উৎপাদন করিয়াছে। কিন্তু ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে পরাধীন লোকের অধর্ম্ম না থাকিলে স্বাধীনত্ব নষ্ট হয় না। আমরা যদি এক জন খণ্ডপতি সিরাজউদ্দৌলার অত্যাচারে উৎপীড়ীত হইয়া কাপুরুষের ন্যায় বিদেশীয় দিগকে আমন্ত্রণ করিয়া না আনিতাম — আমরা যদি তৎকালে দেশীয় কোন ব্যক্তিকে রাজাসন প্রদান করিতাম, তবে কখন এই দুর্ব্বিসহ কর যন্ত্রণায় আমাদিগের পঞ্জর ভেদ হইত না, তবে কখনই এই মহারাজ্য স্বাধীনতা রত্ন বঞ্চিত হইয়া হীনতা প্রাপ্ত হইত না, যা হউক আমাদিগের শারীরিক ক্ষীণতা এবং বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির হীনতাই এরূপ দুর্ঘটনার কারণ। বোধ হয়, জগদীশ্বর এক জাতির উপর অন্য জাতির অত্যাচার করিবার ক্ষমতা এই অভিপ্রায়ে প্রদান করিয়াছেন, অত্যাচারিত জাতি নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া আপনাদিগের পরিত্রাণ জন্য অধিকতর বীর্য্য প্রকাশ করিতে যত্নবান হইবে; কিন্তু ভয় হয়, কি জানি যদি ভারতবর্ষীয়েরা মাতৃ ভূমির সমীপে এতই কৃতাপরাধ হইয়া থাকে যে এ পৃথিবী অধিকার বা তাহাতে বাস করিবার অযোগ্যই হইয়াছ! ফলতঃ মনুষ্য ধর্ম্মশীলজীব। স্বধর্ম্মের অবমাননা করিয়া চলিলে ও ধর্ম্মানুগত্য স্বীকারে স্বীয় শক্তি নিয়োজন না করিলে অবশ্যই ক্লেশ ভোগ করিতে হয়॥ আমরা সেই ফল ভোগ করিতেছি যাহা হউক, অধার্ম্মিক রাজ্যাধিকার করিতে পারে॥ কিন্তু তাহা সুখে ভোগ করিতে পারেন না, ইহাই ঈশ্বর আজ্ঞা॥

হিন্দুরঞ্জিকা

প্রেরিত।

মহাশয়।

গবর্ণমেণ্ট বধির হইয়া থাকুন বা শ্রবণে স্থান দান না করুন অন্যায় ও অত্যাচার দেখিলে কেহই চিৎকার না করিয়া থাকিতে পারে না। তিন বৎসর গত হইতেছে যশোহর ছোট আদালতের হেড কেলার্ক উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি দোষে লিপ্ত থাকা সন্দেহ করিয়া ফিলড সাহেব ছোট আদালতের আমলা গণের বদলির সৃষ্টি করিয়াছিলেন গবর্ণমেণ্টও সাহেব মহোদয়ের প্রস্তাব অনুমোদন করেন। এ প্রকার বদলির উদ্দেশ্য কি উৎকোচ স্রোত নিবারণ করা যদি উদ্দেশ্য হয় তবে এপ্রকার বদলিতে কোন ফল হইবে না ও হইতেছে না। যে পশু একবার নর শোণিত পান করিয়া আস্বাদ পাইয়াছে সে কখনই আস্বাদন ভুলিতে পারে না! একবার ত বদলি করা হইয়াছে কিন্তু যাহাদের হাত পাতা রোগ আছে তাহারা কি কেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন? আমরাত সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি কেহই পরিত্যাগ করেন নাই প্রতি দিন এ ব্যাপার চক্ষের উপর ঘটিতেছে যদি দীর্ঘ কাল এক স্থানে থাকিলে লোকের সহিত প্রণয় জন্য চক্ষু লজ্জায় অনেক অনুরোধ রক্ষা করিতে হয় তবে এ প্রকার অনুরোধ ও উৎকোচ যাঁহারা গ্রহণ করেন বিচার পতি গণ অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে একেবারে কর্ম্মচ্যুত করুন নতুবা স্থানান্তরিত করিলে কোন ফল হইবে না লাভের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের ধনাগার হইতে আমলা দিগের পাথেয় ব্যয় করা সার। উপসংহার কালে আমাদের আর একটী বিষয় কর্ত্তব্য এই [illegible] যদি গবর্ণমেণ্ট ইহার দ্বারা বিশেষ ফল লাভ করিয়া থাকেন এ নিয়ম সর্ব্বত্র প্রচলিত না করা কি অন্যায় নহে? কেবল যশোহর ও নদীয়া জেলা ভিন্ন কি কোন ছোট আদালতে মন্দ আমলা নাই? আমলা গণ দীর্ঘকাল এক স্থানে থাকিলে তত ক্ষতি নাই কিন্তু বিচার পতি একই স্থানে কাল চুল সাদা করিয়া ফেলিলে অধিক অনিষ্ট সম্ভাবনা গবর্ণমেণ্ট তাহা কি দেখিতে পান না। মাগুরাতে ওয়েষ্টন সাহেব ও কলিকাতার শিবাদহে বেল সাহেব ইহারা কি স্থাবর পদার্থ হইয়া থাকিবেন? বিচারপতি গণের সময়েই বদলি করা কি গবর্ণমেণ্টের উচিত নহে?

রাণাঘাট ১৮৭০ সাল ২৪ মে } শ্রীঃ—

হাইকোর্টের নজীর।

ফৌজদারী সংক্রান্ত।

—যখন উৎপাৎ বা বাধা স্থানান্তর করিতে মাজিষ্ট্রেট যে হুকুক করেন তাহা ন্যায় সঙ্গত কি না এই বিষয়ের বিচার নিমিত্ত ফৌজদারী কার্য্য-বিধি আইনের ৩১০ ধারাক্রমে জুরি নিযুক্ত হয়, তখন সেই ধারানুসারে জূরিকৃত নিষ্পত্তি দ্বারা মাজিষ্ট্রেটকে আবদ্ধ হইতে হইবে॥ ১২ উঃ রিঃ ২৮ পৃষ্ঠা।

—১৮৬৫ সালের (বেঃ কৌঃ) ৬ আইনের ৩১ ও ৩২ ধারাক্রমে যে রোবকারী মজুরের লিখিয়া দেওয়া চুক্তি নাকস করণার্থে কৃত হইয়াছে, সে গুলি দুই ভিন্ন কর্ম্মচারি দ্বারা তৈয়ারী হইয়াছে; ৩১ ধারাক্রমে মাজিষ্ট্রেট যদবধি তদন্ত সম্পূর্ণ না করিবেন এবং মজুরি ছয় মাসের অধিক কালের দরুন বাকী থাকা তৎকর্ত্তৃক নির্ণিত না হয়, তদবধি ৩২ ধারানুসারে প্রোটেক্ট কার্য্য করিতে পারিবেন না। আর ৩১ ধারানুসারে যে তদন্ত করিতে হয়, তাহা ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনক্রমে চালাইতে হইবে॥ বারোউঃ রিঃ২৯পৃষ্ঠা।

—ফৌজদারী-কার্য্যবিধি আইনের ১৭২ ধারাক্রমে শেসন আদালতকে সোপর্দ্দ করণের যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহা তৎসমক্ষে কৃত অপরাধে পর্য্যাপ্ত হইবে।

যে স্থলে কোন ব্যক্তি দুই পরস্পর বিরুদ্ধ

এজহার করিয়াছে বলিয়া অপবাদিত হয়, সে স্থলে উভয় উক্তি যে করা হইয়াছে ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করা আবশ্যক, আর কোন এজাহারটি অসত্য ও যে এজহার মিথ্যা সেটি মিথ্যা জানিয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক অপবাদিত ব্যক্তি করে কি না, এ বিষয়ে তদন্ত হওয়াও আবশ্যক। বারো উঃ রিঃ একত্রিশ এবং ৩বেঃ ল, রিঃ ৩৬ পৃষ্ঠা।

—যে স্থলে ক জন গ্রেপ্তারি পরওয়ানা সঙ্গে লইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই পরওয়ানার জোরে এক স্ত্রীলোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে টানিয়া আনে, সে স্থলে দণ্ডবিধি আইনের ৪৫২ ধারা অনুসারে অন্যায় নিষেধ ভয় প্রদর্শন কয়তঃ বাটীতে অনধিকার প্রবেশ করণের অপরাধে সে ব্যক্তি দোষী হইল॥ বারো উঃ রিঃ ৩৩ পৃষ্ঠা।

—কোন বালক-চোরকে অন্যায় পূর্ব্বক আটকাইয়া রাখার অভিযোগ মতে যে স্থলে এক জমীদারের দোষ স ব্যস্ত হইয়া সেশন জজ তাহাকে দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন, এবং আরও রায় দেন যে, দণ্ডবিধি আইনের ৬২ ধারাক্রমে সেই বন্দির সম্পত্তি গুলির খাজানা ও মুনফা জপ্ত হইবে, সে স্থলে সেই দণ্ডাজ্ঞা অতি নিষ্ঠুর হওয়া প্রযুক্ত হাইকোর্ট তাহা অন্যথা করিলেন॥ আসল নিয়ম এই যে, হয় অতি গর্হিত অপরাধের নিমিত্ত নচেৎ অতিশয় বাড়াবাড়ি ঘটনা বিবেচনাতে কৃত অপরাধের নিমিত্ত সেই দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া উচিত হয়॥ বারো উঃ রিঃ ১৭ পৃষ্ঠা।

—যে স্থলে আদালতকে অবজ্ঞার নিমিত্ত দণ্ড করিতে ফৌজদারী কার্য্য-বিধি আইনের ১৬৩ ধারার সম্মত সরাসরী কার্য্য-বিধি অনুশরণ করা যায়, সে স্থলে যে আদালতের সমক্ষে সেই অপরাধ কৃত হইয়াছে সেই আদালতের পদবিতে আদালত বৈঠক করিবেন, অন্য পদবিতে নহে। এবং যে তারিখে সেই অপরাধকৃত হয় সেই তারিখে সেই অবজ্ঞার অভিযোগ গ্রাহ্য করিবেন। এমত স্থলে জরিমানা দেওয়ায় কয়েদ-দণ্ড দেওয়া যায় না, কিন্তু ঐ সরাসরী প্রকারের যে অপরাধের বিচার না হইল সেই অপরাধের বিচার যাহার সমক্ষে কৃত হইল তদ্ভিন্ন অপর হাকিমের সমক্ষে ১৬৩ ধারা মতে হওয়া আবশ্যক।

যে হাকিমের সমক্ষে বিচার করণ কালে দণ্ডবিধি আইনের ২২৮ ধারাক্রমে অপরাধ কৃত হওয়ায় সোপর্দ্দ করা হয়, সেই হাকিম অপর পদবিতে সেই অপরাধটি লইয়া বিচার করিতে পারিবে না।

অবজ্ঞার স্থলে যাঁহারা সমক্ষে সেই অপরাধ কৃত হয়, সেই হাকিম যথেষ্ট জামীন দিতে চাহিলে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৬৩ ধারাক্রমে জামীন লইতে পারিবেন।

যে স্থলে কোন ডেপুটী মাজিস্টেট নিজে বিচার করিবার হুকুম একবার করিয়াছেন, সে স্থলে সে হুকুম অন্যথা করিয়া নিজের নথিতে সেই মোকদ্দমা পুনর্ব্বার আনিতে সেই ডেপুটী মাজিস্ট্রেটের কোন ক্ষমতা নাই।

কোন মাজিস্ট্রেট এক কালীন কোন সাক্ষির উপর সমন ও ওয়ারিন জারী করিতে পারিবেন না, কিম্বা সমন জারী হওয়াতে সাক্ষী হাজির হইল না, এটীতে আপনার প্রতিতী না হইলে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৮৮ ধারানুসারে ওয়ারিন জারী করিতেও পারিবেন না। বারো উঃ রিঃ ১৮ পৃষ্ঠা।

বিজ্ঞাপন।

কর্ম্মখালী।

জেলা রাজসহী থানা নাটোরের অন্তর্গত হাপানিয়া মিডল ক্লাস ইংরেজী স্কূলের হেড মাষ্টারের পদ শূন্য বেতন ১৮৲ টাকা। নাটোর হইতে হাপানিয়া ৬ মাইল দূরে॥ যাহারা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকালের নিমিত্ত শিক্ষকতা করিয়াছেন তাহাদের আবেদন অপেক্ষাকৃ আদরনীয়। নিম্ন সাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

কালী নাথ চৌধুরী
নাটোরে স্কূল সমুহের
ডেঃ ইনেস্পক্টর॥

মোরাদপুরে ট্রেনিং সেমিনারীর নিমিত্ত এক জন কর্ম্মঠ ইংরেজী শিক্ষক চাই। তাহার অন্যুন এক বৎসর কাজ করিতে হইবে। বেতন ১৮৲ টাকা। নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

বর্দ্ধমান } কেশব চন্দ্র মিত্র
সেক্রেটারী।

A MANUAL OF THE HISTROY OF ENGLAND.

Compiled from Collier's "British Empire", "Student's Hume", and Keightley's "History of England" with Notes and Appendices. Price 12 As.

To be had at Majumdar's Depository, No 11, College Square and the School Book Society's Depository.

বিজ্ঞাপন!

বিদ্যাপতি ও চণ্ডী দাসের যেরূপ আয়তন হইবে মনে করিয়া আমরা স্বাক্ষরকারী দিগের প্রতি ১ টাকা মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছিলাম; এক্ষণে তদপেক্ষা পুস্তকের আয়তন প্রায় দ্বিগুণ হইবে দেখা যাইতেছে। অতএব আমরা এই নিয়ম করিতে বাধ্য হইতেছি যে যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহারা এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর ৭ দিবস মধ্যে যদি টাকা দেন তাহা হইলে তাঁহারা ঐ ১ টাকা মূল্যে পুস্তক পাইবেন। আর যাঁহারা বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর ২ মাসের মধ্যে গ্রাহক হইবেন তাঁহাদিগকে ১৷৷০ ও বিনা স্বাক্ষরকারী দিগকে২ টাকা দিতে হইবেক।

যশোহর শ্রীজগবন্ধু ভদ্র
গবর্ণমেণ্ট স্কুল শ্রীরাম চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ইং৭াল

সর্পাঘাত।

অর্থাৎ।

মালবৈদ্য দিগের মতে সর্প দংশন চিকিৎসা॥ উক্ত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। বিক্রয়ার্থ এখানে আছে। স্বাক্ষরকারীর প্রতি মূল্য ।০ আনা। ডাক মাশুল এক আনা। গ্রহণাকাঙ্খী মহাশয়েরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিলে উক্ত পুস্তক পাইতে পারিবেন

অমৃতবাজার } শ্রীচন্দ্র নাথ ক[illegible]
নেটিবডাক্তার

ডি, এন মিত্র এবং কোম্পানি। ফটোগ্রাফার ও এনগ্রেবার। ৩৮ নং বাটি, পটটোলা, পটলডাঙ্গা, কলিকাতা। অতি অল্প মূল্যে এবং পরিপাটি রূপে ফটগ্রাফ ও এনগ্রেবিং করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন।

সংগীত শাস্ত্র। প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরূপদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতাস্থ সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে, কলিকাতার কলেজ স্ট্রীট ব্যানার্জি এণ্ড ব্রাদারের লাইব্রেরিতে, এবং নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট তত্ত্ব করিলে গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা পাইতে পারিবেন। মূল্য ৷৷০ আনা, ডাকমাশুল এক আনা। কেহ নগদ টাকার বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ১২ টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন।

শ্রীনীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
যশোহর অমৃত বাজার

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেণ্ট॥

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল
যশোহর

বাবু তারাপদ বন্দোপাধ্যায় বি, এ. বি, এল
কৃষ্ণ নগর

বাবু হরলাল রায় বি, এ টিচার হেয়ারস্কূল
কলিকাতা

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার
কাশীপুর

বাবু দুর্গামোহন দাস, উকীল
বরিশাল

বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

যখন গ্রাহকগণ অমৃত বাজার বরাবর মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টার করিয়া পাঠান।

যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক আনার অধিক মূল্যের টিকিট না পাঠান।

ব্যারিং কি ইন্‌সাফিসিয়াণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করি না।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম

অগ্রিম।

বার্ষিক	৫ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা
ষান্মাসিক	৩	১৷০
ত্রৈমাসিক	২	৸০
প্রত্যেক সংখ্যা	।০	/

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক	৭ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা
ষান্মাসিক	৪৸০	১৷০
ত্রৈমাসিক	৩	৸০

এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	৶
চতুর্থ ও ততোধিকবার	/

☞ এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিণী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীকৈলাস চন্দ্র রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।